



12459 - সদাকাতুল ফতির এর হুকুম ও এর পরমাণ

প্রশ্ন

(لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر)

(অর্থ- সদাকাতুল ফতির না দয়া পর্যন্ত রমযানরে রযো উত্তোলন করা হয় না) এ হাদিসটি কি সহি? যদি কোন রযাদার মুসলমি নজিহে অস্বচ্ছল হন এবং যাকাতরে নসিবরে মালকি না হন; এ হাদিসরে শুদ্ধতার কারণে কথিবা সুন্নাহভিত্তিকি অন্য কোন সহি শরয়ি দললিরে কারণে তার উপরেও কিসদাকাতুল ফতির দয়া ওয়াজবি হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ঈদরে রাত ও ঈদরে দিনে যার কাছে তার নজিরে ও তার দায়তিবে যাদরে পোষণ অর্পতি তাদরে খাদ্যরে অতিরিক্ত এক সা' বা তদুর্ধ পরমাণ খাবার থাকে তার উপর সদাকাতুল ফতির ফরয। দললি হচ্ছে এ বিষয়ে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হাদিস তিনি বলনে: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যকে স্বাধীন-ক্রীতদাস, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় মুসলমানরে উপর যাকাতুল ফতির বা ফতিরা ফরজ করছেন: এক সা' পরমাণ খজুর কথিবা যব। মানুষ ঈদরে নামাযে বরে হওয়ার পূর্বহে তিনি তা আদায় করার আদশে দয়িছেন। [সহি বুখারী ও সহি মুসলমি, ভাষ্যটি সহি বুখারীর]

আরকেটি দললি হচ্ছে- আবু সাঈদ আলখুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি হাদিস তিনি বলনে: “আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সময়ে যাকাতুল ফতির (ফতিরা) হিসাবে এক সা' খাদ্যদ্রব্য অথবা এক সা' খজুর অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' কসিমসি অথবা এক সা' পনির প্রদান করতাম।” [সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

দশীয় খাদ্যদ্রব্য দয়ি ফতিরা আদায় করলেও জায়যে হবে; যমেন- চাল বা এ জাতীয় অন্য কছি।

এখানে সা' বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সা'। উক্ত সা' এর পরমাণ ছিল- একজন সাধারণ গড়নরে মানুষরে দুই হাতভর্তি চার কোষ।

যদি কেউ যাকাতুল ফতির আদায় না করে সে গুনাহগার হবে এবং কাযা আদায় করা তার উপর ফরজ হবে।

পক্ষান্তরে, আপনি যি হাদিসটি উল্লেখ করছেন আমরা এর শুদ্ধতা সম্পর্কে কছি জাননি।



আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি আপনাকে তাওফিকি দিনি, আমাদরেকে ও আপনাদরেকে নকে কথা ও কাজ করার সামর্থ্য দনে।

আল্লাহ তাওফিকিদাতা।